Dhaka Post

ঢাবির জহুরুল হক হলে ডিজিটাল সাইকেল গ্যারেজ উদ্বোধন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
১ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে নবনির্মিত ডিজিটাল সাইকেল গ্যারেজ ও সংস্কার করা মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার (১ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মসজিদ ও গ্যারেজ উদ্বোধন করেন।

এসময় প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ, এসজেডএইচএম ট্রাস্টের সচিব অধ্যাপক এ ওয়াই এমডি জাফর, প্রাইম এসেট গ্রুপের কর্ণধার মিজানুর রহমান, কুইকনিউজবিডি.কমের সম্পাদক লুৎফর রহমানসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্মিত ডিজিটাল সাইকেল গ্যারেজ হলটির প্রবেশ মুখে স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল কার্ড পাঞ্চ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গ্যারেজ ব্যবহার করতে পারবেন। কার্ডধারী শিক্ষার্থী ছাড়া কেউ গ্যারেজ ব্যবহার করতে পারবেন না। তাছাড়া হলের কেন্দ্রীয় মসজিদটির সংস্কার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চালু ও গেট নির্মাণ করা হয়েছে। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সাবেক শিক্ষার্থী প্রাইম অ্যাসেট গ্রুপের কর্ণধার মিজানুর রহমান এবং শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদানে মসজিদের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়।

হল প্রাধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক ফারুক শাহ বলেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য আনন্দের। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে বেশ কিছু কাজ করেছি। এই মসজিদ সংস্কার করতে গিয়ে অনেকের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি। তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাছাড়া এই ডিজিটাল গ্যারেজের ফলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট কার্ড পাঞ্চ করে সাইকেল রাখতে ও বের করতে পারবেন। এতে সাইকেল চুরির সম্ভাবনা থাকবে না। এই কাজগুলো সবার সহযোগিতা ও পরামর্শে সম্পন্ন করতে পেরেছি বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ডিজিটাল সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ করায় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আবাসিক হলে প্রথমবারের মতো এ ধরনের ডিজিটাল সাইকেল গ্যারেজ স্থাপন করা হলো। হলে শিক্ষার্থীদের সাইকেল হারানোর ঘটনা প্রতিরোধে এই উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এসময় তিনি অন্যান্য আবাসিক হলেও ডিজিটাল সাইকেল গ্যারেজ স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, হলের জন্য আমাদের বাজেট স্বল্প হওয়ায় হলের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে সঙ্গে নেওয়াটা বেস্ট প্র্যাকটিস। সমাজ আমাদের প্রতি বিশ্বাস রাখুক এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আছে, এটা আমাদের জন্য বড় পাওয়া।

এসএআর/এসএসএইচ

আলোকিত বাংলাদেশ

‘ঢাবিকে সমাজের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই’

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একাডেমিক প্রতিষ্ঠান না হয়ে সমাজের একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাক। সে লক্ষ্যে সরকারি নির্ভরতা কমিয়ে, আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও সামাজিক সম্পর্ককে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘তাজউদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতা ২০২৫’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে তাজউদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে শান্তি স্বর্ণপদক, বৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী ও তাজউদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা শারমিন আহমদ। স্মারক বক্তৃতা করেন- বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম। সঞ্চালনা করেন- ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

The Financial Express

DU's infrastructural landscape to undergo major changes

DU CORRESPONDENT

A comprehensive infrastructural development project for Dhaka University with an estimated budget of Tk 28.40 billion (Tk 2,840.39 crore) has been approved by the Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC).

The project which got the ECNEC go-ahead on July 27 aims to transform the overall landscape of the university through the construction of new academic buildings, administrative facilities, residential halls, libraries and other important infrastructures.

Details of the project were presented at a press conference held on Wednesday (30 July) at 12:00 pm in the Abdul Matin Chowdhury Virtual Classroom of the DU administrative building. DU Treasurer Professor M Jahangir Alam Chowdhury outlined the plans in the presence of Vice Chancellor Professor Niaz Ahmed Khan, Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Sayema Haque Bidisha, the proctor and the registrar.

As part of the project, six new academic buildings, five residential halls for 5,100 female students, four residential halls for 2,600 male students, nine buildings for house tutors, two residential buildings for teachers and staff, and several other structures including a new administrative building will be constructed.

The development also includes beautification of the campus, renovation of existing infrastructure, improvement of the drainage system, construction of public toilets, enhancement of sports fields, and proper waste management.

Among the residential halls for female students, a 15-storey building will replace the current Shahnewaz Hostel, a 10-storey and a 6-storey block will be built on the existing site of house tutor quarters in Shamsunnahar Hall.

A 10-storey hall will also be constructed at the site of the current Kuwait Maitreyee Hall.

For male students, a new 12-storey building will be built at Sergeant Zahurul Haque Hall, an 11-storey building at Masterda Surja Sen Hall,15-storey and six-storey blocks at Dr Muhammad Shahidullah Hall, similarly structured buildings at Haji Muhammad Mohsin Hall, and 10-storey, 8-storey, and 5-storey blocks at Dr Qudrat-e-Khuda Hall.

Several major construction projects are also planned for faculty residences. The existing provost bungalows of Surja Sen Hall and Haji Muhammad Mohsin Hall will be demolished and replaced with new bungalows for the pro-vice chancellors. On South Fuller Road, existing buildings no.12 and 13 will be replaced with a 15-storey residential complex featuring 112 flats for teachers.

In the academic sector, the extension of the Central Library will be demolished to construct new 12-storey and six-storey blocks. A 10-storey building will be constructed for ISRT and the Department of Pharmacy, replacing the current ISRT building. Additionally, a three-storey building will be constructed for the Department of Botany, and a five-storey academic complex will replace several existing structures in the Faculty of Fine Arts. The existing one-storey structure of the Faculty of Business Studies will be replaced by a 10-storey tower named "Bir Uttam Khaja Nizamuddin Bhuiyan MBA Tower".

A new academic and press building will also be constructed at the current location of the press and Nilkhet police outpost.

Other significant developments include a six-storey Shaheed Buddhijibi Dr Murtaza Medical Centre at the site of the current class IV staff quarters in Shivbari, a four-storey Masjidul Jamia Complex (Central Mosque) and a 12-storey multipurpose DUCSU building. The current administrative building will be reconstructed into two new blocks, one with 20 storeys and another with four. Additionally, the previously unfinished gymnasium will be completed.

The budget earmarked Tk 9.7238 billion (Tk 972.38 crore) for residential halls including house tutor quarters, Tk 1.50 billion (Tk 150.08 crore) for faculty and staff housing, Tk 4.5036 billion (Tk 450.36 crore) for academic buildings, and Tk 4.7206 billion (Tk 472.06 crore) for central facilities such as the mosque, medical centre, administrative building, DUCSU complex, and gymnasium.

Tk 506.3 million (Tk 50.63 crore) is allocated for drainage improvement, while Tk 2.7337 billion (Tk 273.37 crore) is set aside for electrical installations such as lifts, air coolers, generators, and sound systems.

Additional allocations include Tk390 million (Tk39 crore) for fire safety measures, Tk 144.2 million (Tk 14.42 crore) for reservoir renovation and campus beautification, Tk 200 million (Tk 20 crore) for road and service line infrastructure, Tk 570.2 million (Tk 57.02 crore) for physical education facilities, Tk 510.06 million (Tk 51.06 crore) for consultancy services, and Tk 1.983 billion (Tk 198.30 crore) for purchasing furniture.

Vice Chancellor Professor Niaz Ahmed Khan remarked that this massive infrastructural development will enhance the university's academic capacity and meet many future needs. He emphasided the importance of transparency and called for collective support and consultation to implement the project successfully.

Treasurer Professor Jahangir Alam added that the project is scheduled for completion by 2030 and the implementation plan and responsible parties are yet to be finalised. The university plans to consult with the government to determine the most effective and transparent way to carry out the project work.

armanhossen7971@gmail.com

Tk 28.40b project undertaken

- New academic and administrative buildings, residential halls and other important infrastructures will be constructed
- The scheme also includes beautification of the campus, renovation of infrastructure and drainage system improvement

ইনকিলাব

ডাকসুর গোড়ার ইতিহাস

আন্দোলন-সংগ্রামের সহযাত্রী এক শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। অবিভক্ত ভারতের ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। জাতীয় সংকটকালে বারবার দিশা দেখিয়েছে ছাত্রসমাজকে। একদিকে যেমন ডাকসু গড়েছে বহু মন্ত্রী-এমপি, অন্যদিকে এখান থেকেই উঠে এসেছেন জাতীয় নেতারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। এর পরের বছর, ১৯২২ সালের ১ ডিসেম্বর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষক সভায় ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি ১৯২৩ সালের ১৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত হয়। এরপর ১৯২৫ সালের ৩০ অক্টোবর সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের খসড়া অনুমোদন পায় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের মাধ্যমে কার্যকর হয়। প্রথমবারের মতো ১৯২৪-২৫ মেয়াদে ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হন মমতাজ

পৃঃ ৫ কঃ ৬

আন্দোলন-সংগ্রামের সহযাত্রী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

উদ্দিন আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পরের বছরও মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ভিপি নির্বাচিত হন, আর জিএস ছিলেন এ কে মুখার্জি (ভারপ্রাপ্ত: এ বি রুদ্র)। এর পরবর্তী বছরগুলোতে নানা প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব পালন করেছেন এস চক্রবর্তী, বি কে অধিকারী, এ এম আজহারুল ইসলাম, রমণী কান্ত ভট্টাচার্য, কাজী রহমত আলী, আতাউর রহমানসহ অনেকে।

১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে সংসদের নামকরণ করা হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ' বা ডাকসু। এটিই ছিল প্রথমবার সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ডাকসু। ওই নির্বাচনে ভিপি নির্বাচিত হন এস এ বারী এবং জিএস হন জুলমত আলী খান। এরপর পাকিস্তান আমলে ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মোট ২৯ বার ডাকসু নির্বাচন। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ের ডাকসু থেকেই উঠে এসেছেন রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আবদুর রব প্রমুখ তরুণ নেতা, যাঁরা পরে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ডাকসু নির্বাচনের এই ধারাবাহিকতায় চিঁড় ধরে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মাত্র ৭বার। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে ভিপি হন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং জিএস ছিলেন মাহবুব জামান। এরপর সাত বছরের ব্যবধানে ১৯৭৯ সালে হয় পরবর্তী নির্বাচন। এই ধারাবাহিকতা চলে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত (১৯৮১ বাদে)। এরপর দীর্ঘ সাত বছর বিরতিতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালের নির্বাচন, যার ধারাবাহিকতা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ডাকসুর সাবেক নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না, আমান উল্লাহ আমান, খায়রুল কবীর খোকন প্রমুখ। তবে ১৯৯০ সালের পর ডাকসুর ইতিহাসে শুরু হয় দীর্ঘ এক বিরতি।

প্রায় ২৮ বছর পর ২০১৯ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ৩৭তম ডাকসু নির্বাচন। তাতে ভিপি নির্বাচিত হন নূরুল হক নুর, যিনি পরবর্তীতে জাতীয় নেতৃত্বে পরিণত হন। কিন্তু সেই নির্বাচনের পরও ডাকসুর ধারাবাহিকতা আর বজায় থাকেনি।

১৯২৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডাকসুর মোট ৩৭টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবশেষে ২০২৪ সালের ছাত্র জনতা গণঅভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফের আলোচনায় আসে ডাকসু। শিক্ষার্থীদের তীব্র চাপ ও প্রশাসনের ইতিবাচক মনোভাবের ফলে বহুল আকাঙ্ক্ষিত ৩৮তম ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর।

এরই মধ্যে গত ২৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ফের মুখর হয়ে উঠেছে ঢাবি ক্যাম্পাস। পদপ্রার্থীদের প্রচারণায় টিএসসি থেকে, মধুর ক্যান্টিন; প্রতিটি অনুষদ ও হল এখন সরব, ফিরে এসেছে বহুপ্রত্যাশিত ডাকসুর আমেজ।